ব্যক্তিগত চিঠি

লাউদহ, ১২।০৯।১৯৮০

কম. ভাই কৌশিক *

তোমার প্রথম পত্র অনেক আগেই পেয়েছি । ২য় টি গতকাল ও পরশুর লেখা পত্রটা আজ পেলাম । মামলা মোকর্দমা ও স্কুলবাড়ী (তোমার ভাষায় 'দিলীপ মেমোরিয়াল') তৈরীর ব্যাপারে দারুণ বিব্রত । এর মধ্যে রাজমিস্ত্রি হাজার তিনেক চোট দিয়ে ভেগেছে । এই সব পরিস্থিতির মধ্যে এই দীর্ঘকাল ধরে কাউকে পত্রোত্তর না দিয়ে এরই মধ্যে অসামাজিক হিসেবে কনফার্মড হবার যোগ্যতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করতে চলেছি । আজ সকাল থেকে তাই ম্যারাথন চিঠি লেখা পর্ব আরম্ভ করেছি ।

অনীকের লেখাটা পড়ে নিশ্চয়ই বুঝেছ যে প্রথম লেখাটা প্রচুর শোধিত হয়েছে (প্রাথমিকভাবে তোমার পছন্দ না হবার পর পুনর্লেখন - লেখাটার প্রেরণা ও শোধনের কৃতিত্ব অবশ্যই তোমার প্রাপ্য) । আমার মত বিশ্বঅলস অতবড় একটা রচনা লিখেছে - ছাপার পর বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল ।

তোমার যা মনে হয়েছে তার চুম্বকটা জানাওনি কেন ?

এর মধ্যে কৃষ্ণনগর ও কোলকাতা যাবার প্রতিটি সাপ্তাহিক পরিকল্পনা প্রথমে বর্ণিত কারণে কেঁচে গেছে । আমি গেলে প্রথম আগড়পাড়াতেই যাব এবং ওখান থেকে তোমার সেখানে যাব । আশা করছি ২৬/২৭শে যাব । তুমি খোঁজ নিও ঐসময় । আগড়পাড়াতেও এই গমন সংবাদটা পারলে জানিয়ে দিও । অবশ্য আমি আগামী কাল ওদেরকে লিখবো ।

ইদানীং বেশ কিছুকাল চিঠিপত্র আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে এখানে বড় ঝামেলা চলছে । যদিও আমি এখানের ডাকে কোনদিনই চিঠি ফেলিনা - কিন্তু এ ডাক ছাড়া আসবে না তো ! তার মধ্যে সমোচ্চারিত পোষ্ট অফিস এ জেলায় আরো দুটো থাকায় গোলমালটা খুব বেশী হয় - ওদের চিঠিও আমরা প্রায়ই পাই ।

এর মধ্যে 'অলচিকি-ঝাড়খন্ড-বামফ্রন্টী সুবিধাবাদ' নিয়ে একটি লেখা মাথায় উঁকি দিচ্ছে । লেখাটার আগে মাত্র একটি তথ্য কনফার্ম করতে চাই । বহু আগে 'ভাষাভিত্তিক রাজ্য চাই' আন্দোলনের সময় পড়েছিলাম - এখন হাতের কাছে বই নেই ; তাই তোমার সাহায্য চাইছি । বিষয়টা হচ্ছে -

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

রুশ বিপ্লবের পর মধ্য এশিয়ায় যাযাবরদের পুনর্বাসন (সাংস্কৃতিক) দেবার সময় যদ্দূর মনে পড়ছে তাদের কোন বর্ণমালা না থাকায় রুশ বর্ণমালা (যেটা তখন বেশী প্রচলিত ছিল) দিয়েই তাদের মাতৃভাষা শিক্ষা আরম্ভ হয় -- এই বর্ণমালা বিষয়ে আমার মনে পড়াটা কতটা ঠিক সেটা কনফার্ম বা কারেক্ট করে দিলে খুব খুশী হব।

এদিকে চীনের কার্যকলাপ, বিশেষতঃ De Maofication তো একটা সম্ভাব্যতাই মনে করিয়ে দেয়, যা De Stalinisation দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। তাহলে তো দশের শূন্য স্লেটে লিখলে হাতে রইল পেন্সিল! কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল নেতৃত্ব দেবে কে - এই পলিটিক্যাল জটিলাইটিস কেসের ওষুধ দেবে কোন ডাক্তার? চীনের ভুলটা ছিল কোথায়? হিং টিং ছট প্রশ্ন এসব মাথার মধ্যে কামড়ায়।

যাক সব কিছু সাক্ষাতে হবে।

আমরা সবাই পারিবারিক ও দলীয় ভাবে ভালই আছি।

রক্তিম
সংগ্রামী অভিনন্দন সহ
দিলীপ দা

পুনঃ ঠিকানা ভোলার কোন কারণ নেই যেহেতু সেটা ঠিকানার ডিক্সনারীতে লেখা আছে।

আরে বাপু চিঠির প্রথমেই তো আত্মসমালোচনা করে দিয়েছি (নিজের আলসেমীকে
পরের ঘাড়ে যতটা চাপানো যায়) - তাও ঠুকছো!

লাউদহ, ০৯।১০।১৯৮০

ভাই কম. কৌশিক *

২২শে সেপ্টেম্বর বেরিয়ে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ঘুরে ২৭শে আগড়পাড়ায় এসে তারপর থেকে গোটা রোববার তোমার অপেক্ষায় কাটিয়ে সোমবার ফিরে তোমার ১৯শে লেখা পত্র পেলাম। আর একটা দিন স্থির কর (উৎসবের দিন বাদে) - এবারে সোজা যাব, যেহেতু পথনির্দেশিকা পাঠিয়েছ। শরীর ভাল নেই ঘুরে এসে থেকে - ফ্লু, সাইনুসাইটিস ইত্যাদিতে কাহিল।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

এবার তোমার বক্তব্য সম্পর্কে আসি । 'স্লোগান সর্বস্বতা' ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে প্যারাতে লিখেছি সেখানে আমার বলবার কথাটা হয়তো অতি কনডেন্সড হওয়ায় কনফিউশন সৃষ্টি হয়েছে । 'স্লোগান সর্বস্বতার' অভিযোগ যাঁরা আজকাল আনছেন তাঁরা আসলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাটাই বলতে চাইছেন যে গণসঙ্গীতে যেন সংগ্রাম ও মার্কসীয় দর্শনের প্রসঙ্গ না আসে - আর এই দর্শনকেই তারা স্লোগান বলে হাল্কা ও মর্যাদাহীন করতে চাইছে । তাই আমি লেখায় 'স্লোগান'কে সর্বদাই উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রেখেছি । স্লোগান দর্শনের ঘনীভূত রূপ সবসময় না হলেও তার চুম্বক বটে - অবশ্যই দর্শনের বক্তব্যকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে স্লোগান কত ক্ষতিকরভাবে ভুলপথে নিতে পারে তাতো আমরা জীবন দিয়েই জেনেছি । তাই আমার কাছে স্লোগান = দর্শন নয় কখনই । এ প্যারাগ্রাফের গোড়াতেই তো ইয়েনান ফোরামের ছায়া পাবে - সেখানে লিখেছি ''পরিবেশনের গুণে 'স্লোগান' রসোত্তীর্ণ সঙ্গীতের মর্যাদা পায় এবং সেটাই হওয়া সঙ্গত''। তুমি আর একবার প্যারাগ্রাফটা পড়লে আমার লক্ষ্যটি ধরতে পারবে, আর সেক্ষেত্রে দ্বিমত হবে না মনে হয় ।

গানের আগে ভূমিকার 'ব্যাভিচার' সম্পর্কে লেখা, মনে হয়, যথেষ্ট স্পষ্ট এবং 'ব্যাভিচার' করাটা ঠিক নয় সে কথাও পরিষ্কার বলেছি । আর, বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে আহ্বান গোলমেলে তো হবেই । লেখার সময় আমি এটা ধরেই নিয়েছি যে, এ লেখা যাঁরা পড়ছেন তাঁরা জনগণতান্ত্রিক স্তরের কথাই ভাবছেন - তাই ও বিষয়ে বিস্তারিত লেখা প্রয়োজন মনে করিনি । তবে সম্প্রতি এক আধটা নাটকের বিষয়বস্তু শুনে এবং তোমার চিঠি পাওয়ার পর মনে হচ্ছে এটাও বলার দরকার । শুনলাম চীনের কমিউনের সমস্যা বা বর্তমান (বছর পাঁচেক আগের) চীনের জনজীবনের কিছু কিছু সমস্যা নিয়ে নাটক লেখা হচ্ছে । এগুলো যে কোন্ বিপ্লবী উদ্দেশ্য সাধন করবে, তা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয় ।

গণসঙ্গীত কেমন হবে এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য যে একেবারেই formal তা তো আরম্ভেই (ঐ প্যারার) বলেছি এবং বলেওছি যে কোন বাধ্যবাধকতা নেই । তবু গণসঙ্গীত ও কবিতার মধ্যে পার্থক্য কিছু আছে বলেই মনে হয় । গণসঙ্গীত একটা instant বস্তু । কবিতা তা নয় - সেটা ধীরে সুস্থে পড়ে তার অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে জানা যায় । কবিতার আবেদন বুদ্ধির কাছে - আবেগের কাছে যায় বুদ্ধির মাধ্যমে । গণসঙ্গীত তার উল্টোপথে যায় বলে আমার ধারণা - অর্থাৎ আবেগের মাধ্যমে বুদ্ধিকে নাড়া দেয় । তাই সব কবিতা

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সুরের আশ্রয়ে সঙ্গীত না হলেও সঙ্গীতের কাব্য কবিতাও বটে । তবে আমরা বেদনা বা ট্রাজেডিকে নিশ্চয়ই ভাববাদী নান্দনিক দিক দিয়ে নোব না - অর্থাৎ তা অনিবার্য ছিল এটা আমরা ভাববো না, ভাবতে পারি না । ট্রাজেডির কারণ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তা অনিবার্য ছিল না এটাই তো দেখাতে হবে ? আমরা যে বেদনার গান গাইব তা কোন ভাববাদী 'চিরন্তন বেদনা' নয়, কোন অতীন্দ্রিয় পরম প্রাপ্তির ব্যর্থতা বা আকুতি জনিত হতাশার বেদনা নয়, - আমাদের বেদনার গান হবে বেদনার বাস্তব উৎস সন্ধানের জন্য এবং সে বেদনাকে অতিক্রম করার জন্য, কিম্বা বেদনার বিনিময়ে বেদনার বাস্তব উৎসকে চিরতরে বিনষ্ট করার জন্য । তাই আমাদের সঙ্গীতে বা কাব্যে আশাবাদ ও আত্মপ্রত্যয় জাগাবার স্থান রাখতেই হবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, যে ভাবেই হোক । আর, তুমিও তো 'প্রিয়তমাসু' প্রসঙ্গে এ কথাই লিখেছ । আমার লেখায় আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আশাবাদ বা প্রত্যয় জাগাবার কথা বলিনি - তা সেটা তো কবির কাজ । ওটা তো আমি ফর্মুলা করে দিতে পারি না । আমি তাই শুধু উদ্দেশ্যটার কথাই বলেছি - তা কেমন করে সাধন করা হবে সেটা কবিই ঠিক করুন । যাই হোক এ বিষয়ে তোমার সাথে কোন মতানৈক্য নেই দেখা যাচ্ছে ।

ঐ লেখার পর যাত্রা পালাকার শম্ভু বাগ (লেনিন, কার্ল মার্কস, ক্রীতদাস, রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা - ইত্যাদি যার লেখা) অনীকে একটি পত্র দিয়েছেন । পত্রটিতে ভদ্রলোক আমাকে ও মহাশ্বেতা দেবীকে এক ব্রাকেটে ফেলে (গত বছর 'প্রস্তুতি পর্বে' মহাশ্বেতা দেবীর লেখার জন্য) খুব বিনীত ভাষায় আক্রমণ করেছেন । ওঁর মূল বক্তব্য :-

১) 'বারবধূ', 'রাত্রি ও রমণী'র পাশে পাল্টা 'রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা' যাত্রায় হলে ক্ষতি কি ? তবু তো কিছু প্রগতিশীল পালা ও কাহিনী জনগণের কাছে যাচ্ছে এবং যার কাছে যেটুকু ভাল পাওয়া যায় তাই ভাল ।

২) মহাশ্বেতা দেবীর প্রগতিশীল উপন্যাস ও মার্কস-লেনিন-মাওয়ের বইয়ের প্রকাশনাও তো প্রকাশক পুঁজিপতির ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়াচ্ছে - তবে যাত্রাপালায় লেনিন জীবনী প্রযোজনা করে মালিক দুপয়সা পেলে তাকে দোষ দেওয়া কেন ?

৩) আমরা (আমি ও মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখরা) শুধু বড় বড় বাত লিখে খান্ত হব, না কি শম্ভু বাবুদের পেটের হদিস দোব । কারণ, নাকি পেটে খিল এঁটে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা যায় না আর ৭০/৮০% মুর্খের দেশে সাংস্কৃতিক

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা বোকামী ।

৪) রাষ্ট্রক্ষমতা দখল হবার পরই সাংস্কৃতিক বিপ্লব হবে, কারণ আগে রাজনীতি ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে, শিল্পী সাহিত্যিকরা তারপরে আসরে নামবে।

৫) শম্ভুবাবু একথা জানেন যে তাঁর মালিক তাঁকে হাত তোলা কিছু দিয়ে Blackmail করছে - তবু সান্ত্বনা যে তিনি তাঁকে দিয়ে প্রগতিশীল পালা কাহিনী সাধারণ্যে দেখাতে পারছেন ।

এর জবাব দিয়েছি । বোধহয় মহাশ্বেতা দেবীও দিয়েছেন । সব গুলো একসাথে ডিসেম্বর / জানুঃ সংখ্যায় বেরুচ্ছে । ভদ্রলোকের পত্র পড়ে, এটুকুই বুঝলাম যে হয় উনি কোন মার্কসীয় রাজনীতি করেন না, নতুবা অমার্কসীয় রাজনীতি করার কোন মার্কসীয় (?) দলের সাথে আলতো ভাবে জড়িত । ভদ্রলোক পত্রে হেমাঙ্গদার টাকা পয়সার চাহিদার কথাও লিখেছেন, তবে একটু বাঁচিয়ে (Soviet land থেকে চাকরী যাবার পরে পরেই হেমাঙ্গদার অভাব প্রসঙ্গে) ।

শুনলাম 'চারণ দল' নামে এক গোষ্ঠী নাকি নকশালবাড়ীর ব্যবসা আরম্ভ করেছেন - নাকি মফঃস্বলে তাঁরা হাজার পাঁচেকের নীচে বিপ্লবের প্রদর্শনী করেন না । এটাও এবার গিয়ে শুনলাম । হেমাঙ্গদা তো ঘন্টায় হাজার টাকা দর নিচ্ছেন শুনলাম । সবাই নাকি টুপের দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য নেন । 'গণশিল্পী'দের 'দুঃস্থ'তা এত মহার্ঘ হলে, ভাববার কথা ! কি বল ?

'ম্যানিফেস্টো'র নাম এবং বছর দেড়েক আগের একটি সংখ্যার প্রাপ্তির সুযোগে তার চিন্তাধারার সাথে কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে । পেলে খুবই আগ্রহ সহ পড়ব । আসলে আমি নিজেই পথ হাতড়াচ্ছি । তাই আমার লেখা সেই হাতড়ানোর একটা কৌশল । কি ভাবছি, তা ঠিক কিনা - এটাই জানতে চাই, জানাতে চাই - দমবন্ধ করা অবস্থা থেকে বেরুতে পারার মুরোদ আছে কিনা জানিনা, তবে ইচ্ছে আছে এখনো ।

বেশ কিছুকাল ধরেই একটা কথা ভাবছি । এখন ট্রেড ইউনিয়ন বা কৃষক সমিতি করে এমন কি আন্দোলন করা যায় এবং কিভাবে করা যায় যাতে অন্যান্য সংগঠনের কর্মধারার থেকে আমাদের পার্থক্য ধরা যাবে - যাতে আমাদের বৈপ্লবিক চিন্তার ছাপ থাকবে ? সেই গতানুগতিক ধারারই তো পুনরাবৃত্তি হবে - যেহেতু গণ আন্দোলনকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার মত পাল্টা আঘাত দেবার সংগঠন নেই । নিজেদের অনৈক্য তো আছেই । নতুন কর্মীও আসছে না । গতানুগতিক আন্দোলন করার জন্য আর একটা নতুন

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

ব্যানার এখুনি না আনলেই তো চলে ।

সম্পূর্ণ নতুন ভাবে যে কাজের ক্ষেত্রটি অহল্যা পড়ে আছে, তা সংস্কৃতির ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ হলে আমরা অনেক নতুন কর্মী পাব। রাজনৈতিক লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে কাজ আরম্ভ করতে হবে একেবারে প্রথম ভাগ থেকে । গণচেতনার মান অনুযায়ী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্বাচিত হবে । অংশগ্রহণকারীও রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ভেতর দিয়েই । যেখানে অন্য সংগঠন করার সুযোগ এক্ষুনি নেই সেখানে আমরা সাংস্কৃতিক কাজের ভেতর দিয়েই স্থাণুভাবটা কাটাতে পারব । পার্টি কোনও দিনই সাংস্কৃতিক কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করেনি, ফলে এই ফ্রন্ট থেকেছে রাজনৈতিক লাইন-এর দিক থেকে ব্রাত্য - আর সেই কারণেই পার্টির ঘুণ ধরেছে এই ছিদ্র পথে বার বার । এসব নিয়ে সাক্ষাতে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে ।

গত ২১শে সেপ্টেঃ তুমি সুকান্ত সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলে (বোধহয় বারাকপুরে বা সোদপুরে) । উদ্যোক্তারা ও শ্রোতারা খুব খুশী । তোমার রাজনৈতিক পরিচয় অনুষ্ঠানে গোলমাল ঘটাতে পারে, উদ্যোক্তারা ..... তোমার বক্তব্যের পর সম্পূর্ণ উল্টে গেছে, যাদের খুঁতখুঁতুনী .....বক্তব্য শুনে তোমার সাহিত্যপ্রীতির দিকের কথা জেনে সবচেয়ে ..... হয়েছে । **

কৃষ্ণনগরে গিয়ে শুনলাম (তাপসের মুখে) শঙ্করের ওপর দুবার attempt হয়েছে, তাপসের ওপরও । আমি আমার এখানে কিছুদিন থাকতে বলে এসেছি । তাপস হয়তো আসবে । তুমি পারলে একটু যোগাযোগ কোরো । আমার শুনে অবধি খুব খারাপ লাগছে ।

এখানে আমাদের ক্ষুদ্র সংগঠন নিয়ে আত্মরক্ষামূলক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি । সোমবার একটা Deputation দেওয়ার প্রোগ্রাম আছে B.D.O. তে (রোহিনী) । সন্তোষ দীর্ঘদিন যোগাযোগ রাখে না । তার অনুগামীদের ৬০% বসে গেছে (বহিষ্কৃত ?) । বাকীরা কি করছে তা জানেন মার্কসবাদ - লেনিনবাদ ! কেউ কেউ আমাদের এলাকায় এসে সাতফুলি গ্রামকে আমাদের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিপ্লবী চেষ্টায় রত । এই সব আর কি ? আরে বাবা তোদের তো ভোট হলেই হল - আমরা তো দিতামও, দিচ্ছিলামও । লোকগুলোকে তো রাজনীতি দিবি না, শেখাবি সন্দেহ করতে, ষড়যন্ত্র করতে । কালে এর ফল কুড়োবে সংশোধনবাদীরা, যেমন এখন কুড়োচ্ছে । যাক সাক্ষাতে সব হবে ।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

আমরা চলনসই । অশোক ও অন্যান্য সবাই ভাল । পুজোতে এখানেই থাকছি । যখন তখন চলে আসতে পার । উত্তরের আশায় রইলাম । তোমাকে ও এলাকার অন্যান্য কর্মীকে রক্তিম অভিনন্দন জানাই -----

ইতি

দিলীপ দা

[*শ্রী কৌশিক ব্যানার্জীর সৌজন্যে*]

[** ..... চিহ্নিত অংশগুলির পাঠোদ্ধার কোনোভাবেই সম্ভব হয় নি ।]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত
"এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।